

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি : একটি সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশের মেয়েদের সবসময়ই নানা রকম প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে এগুতে হয়। হয়তো সময়ের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে এদেশের মেয়েদের জীবনে কিন্তু এখনো মেয়েরা নিরাপদ নয় পথেঘাটে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পর্যন্ত। এমনিতেই এদেশের খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই জোটে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, সেই উচ্চশিক্ষার পথেও রয়েছে নানারকম বাঁধা। সেই সব বাঁধার মাঝে অন্যতম একটি হলো শিক্ষকদের নানারকম অসহযোগীতা। বাবা-মা তার সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য সন্তানকে পাঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে অভিভাবক হিসেবে থাকেন শিক্ষক। সেই শিক্ষক যখন হন দুর্নীতিগ্রস্ত তখন শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ে বড়বেশী অসহায়। শিক্ষকদের নৈতিক স্বলন আজ সর্বজনবীদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারকম অনিয়ম, দুর্নীতিতে নিষ্পেসিত হয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সেশনজট, পরিক্ষার ফল নিয়ে দুর্নীতি, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগে দুর্নীতি সহ শিক্ষক দ্বারা যৌন হয়রানির মত জঘন্য ঘটনা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও সামাজিক জীবনকে জটিল করে তুলছে। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী সহ অন্যান্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অহরহ ঘটছে এসব ঘটনা।

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া আন্দোলনের কারন আজ আর কারো অজানা নয়। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ নুরুল আমিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী শিক্ষক সব্যসাচী সাহা যখন তার মেয়েসম ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করে তখন ক্যাম্পাসে আন্দোলন হয়ে পড়ে অনিবার্য। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে হাজারো শিক্ষার্থী শিক্ষকদের হাতে জিম্মি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর ক্লাস টেস্ট থেকে আরম্ভ করে ফাইনাল পরিক্ষার ফলাফল পর্যন্ত পুরোটাই যখন তার শিক্ষকের হাতে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যখন নির্ভর করে তার শিক্ষকের উপর আর সেই শিক্ষক যদি হন দুর্নীতি পরায়ন তখন শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ে অসহায়। দিন দিন বাড়ছে শিক্ষকদের দুর্নীতি। যারা মানুষকে, সমাজকে তৈরী করার কারিগর তারা যদি হন দুর্নীতিগ্রস্ত তবে পুরো সমাজটাই ধ্বংস হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। অতীতেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, গত দু'বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানদের কাছে ১১৩জন ছাত্রী অভিযোগ করেছে মোট ৫০জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ। প্রায় দুবছর আগে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক তার এক ছাত্রীকে বাসায় ডেকে যৌন হয়রানি করে এ ব্যাপারে বিভাগের ছাত্ররা আন্দোলন করলেও প্রশাসন ছিল নিরব। আবার একই বিভাগে দেড় বছর আগে এক শিক্ষক জোড়পূর্বক এক ছাত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে ছাত্রীটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে সেই শিক্ষক ছাত্রীকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। এছাড়া বাংলা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিভাগে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরেও প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ এর একজন শিক্ষক তানভীর আহমেদ সিদ্দিককে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড করেন ছাত্রীকে যৌন হয়রানির কারনে, পণ্ডে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার এসব নীতিহীন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ অভিযোগ করেছে, করেছে আন্দোলন কিন্তু বার বারই তারা পার পেয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো ছেলে ভুলানো কিছু শাস্তি দেয়া হয়েছে যেমন, এই মে মাসেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ঐ বিভাগের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করলে একাডেমিক কমিটি এই অনৈতিক কাজের জন্য তাকে সাসপেন্ড করে। কিন্তু উক্ত শিক্ষক সুকৌশলে সাসপেনশান অর্ডার উইথড্র করার এবং বর্তমানে তিনি স্টাডি লীভ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী বলেন "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এ কারনে যেমন এটির খ্যাতি আছে তেমনি খ্যাতি আছে এসব অনৈতিক শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির কারনে।" আর একজন শিক্ষার্থী বলেন "আমি বলছি না সব শিক্ষকই এমন তবে আমি নিশ্চিত যে প্রতিটি বিভাগেই এমন দু'একজন শিক্ষক আছেন"। এরকম

শিক্ষকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে নানা কারনে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রভাব ফেলছে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে। শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে দলীয়করনের মাধ্যমে ফলে যোগ্যতাহীন শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ সমস্ত শিক্ষক তাদের ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষা কৌশল দিয়ে প্রভাবিত করতে পারছেন না শিক্ষার্থীদের। নানা রকম রাজনৈতিক কৌশল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানারকম অনিয়ম উৎখলতা করে এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে বা প্রভাব বিস্তার করে। আর এসমস্ত শিক্ষকরাই মেয়েদের শিক্ষা জীবনকে দুরূহ করে তুলছে। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে শিক্ষা। সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মেয়েরা এধরনের শিক্ষকদের কারনে। শিক্ষক যখন একটি মেয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তখন সুযোগ বা ভাগ্যের শৃংখলা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা যে অধিকার তা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়তো আরও শতাধিক বছর কেটে যাবে এদেশের মেয়েদের। যখন একটি মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পয়ত্ত্ব একটি সুস্থ জীবনের নিঃশ্চয়তা পায়না তখন কি বিঘ্নিত হয়না মানবাধিকার? যে আশা বা স্বপ্নকে বুকে নিয়ে একটি মেয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আশা বা স্বপ্নতো ভেঙ্গে যায়ই এধরনের ঘটনায় সেইসাথে মেয়েটি হারায় তার জীবনের স্বাভাবিকতা। সাধারণত যখন কোন মেয়ে এসমস্ত ঘটনার শিকার হয় তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, ক্যাম্পাস ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ যদি ক্যাম্পাসে থাকেও তবে সেও আর আগের মতো স্বাভাবিকভাবে লেখাপড়া করতে পারেনা, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে নিজস্ব গন্ডির মধ্যে থাকে ফলে পরিষ্কার রেজাল্ট খারাপ হয় এবং তার অনেক প্রতিভা, অনেক সৃষ্টিশীলতা হরিয়ে যায় অন্ধকারে। তারপরও এইসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সবসময় শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করতে পারেনা ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে, সম্মানের কথা চিন্তা করে বা সামাজিক অপবাদে ভয়ে। সাধারণত কোন শিক্ষার্থী যদি এসমস্ত নৈতিকতাহীন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তবে সেই শিক্ষক এর প্রতিশোধ নেন পরীক্ষার খাতায়। এর ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর জীবন অন্ধকারে পর্যবসিত হচ্ছে। তাই এখনই এই দুর্নীতি না থামাতে পারলে মেয়েরা আর স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবেনা। সমাজ সামনের দিকে না এগিয়ে পেছাতে থাকবে। নারী ধীরে ধীরে আবার গৃহবন্দী হবে। তাই এই দুর্নীতি থামাতে সকল স্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে। শিক্ষার্থীদের হতে হবে ঐক্যবদ্ধ। তবে এই দুর্নীতি রোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন শিক্ষকসমাজই তারা যদি ঐ সমস্ত নীতিহীন শিক্ষককে প্রশ্রয় না দেন, তাদের শাস্তি সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত করেন তবেই এই দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।

শাহানাজ মমতাজ বিথী  
এ্যাসিস্টেন্ট এ্যাডভোকেসি অফিসার  
টিআইবি